ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 173 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৯ ● কলকাতা ● ২১ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠ একসঙ্গে উচ্চারিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বেবি চক্রবর্ত্তী

রবিবার গীতা জয়ন্তীর পবিত্র তিথিতে সনাতনী সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দেশের অন্যতম বৃহৎ সমবেত পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ।

আগের দিন অর্থাৎ শনিবার থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত জেলা এবং দূরদূরান্ত থেকে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে হাজির হন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। হাতে গীতা মাথায় গেরুয়া ওড়না আবার অনেকের গলায় মালা কেউ পরিবার নিয়ে, আবার কেউ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা বা আশ্রম থেকে উৎসাহী মানুষের ঢল নামে ব্রিগেডের ময়দানে।

এদিন ব্রিগেডের মূল প্রবেশদ্বারে বিনামূল্যে গীতা গ্রন্থ বিতরণ, জল এবং

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 136

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কোন স্থানের সর্বদা চারদিক থেকে শক্তি মেলা খুব প্রয়োজন। মানুষ বিচার করে করে নিজের আশেপাশে খারাপ শক্তি নির্মাণ করে নেয়। সেইজন্যে বাইরের প্রাপ্ত শক্তি তাঁর মেলেনা।"

"সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত যেখানে কেন্দ্রিত হয়, কিছু সময় পরে তার বিচার আমাদের আসতে থাকে। এটাই স্বপ্নের মধ্যে হয়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

লালমাটির সুর, লোকসংস্কৃতির গন্ধ আর শীতের ভিড়ে ঝাড়গ্রামের হৃদয় রবীন্দ্র পার্কে জমজমাট পর্যটনমেলা, মেলার উদ্বোধনে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

শীতের শুরুতেই রবিবার ঝাড়গ্রামের হৃদয়ে, রবীন্দ্র পার্কে খুলে গেল লালমাটির হাট— জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি, শিল্প ও লোকজ ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই হাট এ বছর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। ২০২১ সালে সূচিত এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে। পার্কের সবুজ পরিবেশ ও খোলা বাতাসে সাজানো স্টলগুলিতে চোখ ফেরানোর উপায় নেই— স্থানীয় হস্তশিল্প, টোকরি ও দস্তার কাজ, আঁদরাকাঠের অলংকার, কাঠের নকশা, সাঁওতালি সাংস্কৃতিক উপকরণ থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যরসনার আয়োজন। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের অনুকরণে হলেও ঝাড়গ্রামের এই হাট ক্রমেই তৈরি করেছে নিজস্ব পরিচিতি এবং শিল্পীদের হাতের কাজে ফুটে উঠছে লালমাটির অঞ্চলের রঙিন স্বর ও সংস্কৃতি। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত 'লালমাটির হাট' ইতিমধ্যেই স্থানীয় নারী-উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতার পরিধি বাড়িয়েছে। পর্যটন মরসুমে বর্ধিত জমায়েত, বিক্রিবাটা ও পরিচিতির জেরে তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষাও নিশ্চিত হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

শীতের হিমেল ছোঁয়া নামতেই জঙ্গলমহলে বেড়েছে পর্যটক আনাগোনা। সেই আবহেই রবিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখে শিল্পীদের উৎসাহ দেন তিনি।লালরঙা মাটির গন্ধ, আদিবাসী শিল্পের স্পর্শ, লোকজ গান ও পিঠেপুলির স্বাদ— সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রামের লালমাটির হাট এবারও শীতের পর্যটন-নগরীর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠল।

বাংলা এক হলে ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে', ব্রিগেড থেকে বার্তা বাগেশ্বর ধাম সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছর দুই পর কলকাতার ব্রিগেডে আয়োজিত হয়েছে গীতাপাঠ। লক্ষ নয়, এবারের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ লক্ষ কণ্ঠ। রবিবার শহরের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী থাকল আরও এক সামাজিক পট পরিবর্তনের। যেখানে এলেন এক ঝাঁক সাধুসন্ত। উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রথম সারির নেতানেত্রীরাও। উপস্থিত রয়েছে বাগেশ্বর ধামের প্রধান পুরোহিতও।রবির মঞ্চ থেকে হুমায়ুনের দিকেও ইঙ্গিতে আক্রমণ করেছেন বাগেশ্বর ধাম সরকার। এই গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের ২৪ ঘণ্টা আগে ব্রিগেড মঞ্চ থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আয়োজিত হয়েছিল আরও একটি অনুষ্ঠানের। যা ঘিরে একাংশের উন্মাদনা, উত্তেজনা একেবারেই কম ছিল না। শনিবার এই সময়ই বেলডাঙায় জাতীয় সড়ক ১২-এর পাশের একটি খোলা জায়গায় 'বাংলার বাবরি মসজিদের' ভিত্তিপ্রস্তর করেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তার ২৪ ঘণ্টা পর শহরে গীতাপাঠের আয়োজন। দু'টি ঘটনার নেপথ্যেই রাজনৈতিক

এরপর ৩ পাতায়

গীতাপাঠ শুনতে ব্রিগেডের পিছনে মাটিতে গিয়ে বসলেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গীতাপাঠ শুরুর আগে ব্রিগেডের মাটিতে বেজে উঠেছে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও কীর্তনের সুর। দুপুর বারোটার কিছু পরে মূল গীতাপাঠ পর্বের শুভারম্ভ হয়। আয়োজকদের প্রাথমিক বার্তা, প্রথম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায় মিলিয়েই এ দিনের বিশেষ পাঠের আয়োজন । সকাল থেকেই মাঠে ভিড় জমতে শুরু করেছে।সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাসমারোহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, এমনকি বাংলাদেশ এবং নেপাল থেকেও বহু মানুষ যোগ দিতে এসেছেন। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে, চলবে দুপুর ২টো পর্যন্ত।আয়োজনকারী 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ' দাবি করছে— এ বারে পাঁচ লক্ষ মানুষ একযোগে গীতা পাঠে অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে একই সংগঠনের উদ্যোগে ব্রিগেডেই হয়েছিল গীতাপাঠ, সেবারে লক্ষ্য ছিল এক লক্ষ অংশগ্রহণকারী ।

এ দিনের জমায়েতে দুপুরের আগে প্রায় একই সময়ে মাঠে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ। কিছু পরে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে নির্দিষ্ট প্রথম সারির আসনে তাঁকে দেখা গেল না। বরং মাঠের একেবারে পিছন দিকে, মাটিতে আসন পেতে বসতে দেখা গেল তাঁকে। পাশেই ছিলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়।

গত লোকসভা ভোটের আগেও

এরপর 4 পাতায়

(১ম পাতার পর)

ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠ একসঙ্গে উচ্চারিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের হুইলচেয়ারের সহায়তা করা সহ ময়দান জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে প্রায় ৩০টি বিশাল LED স্ক্রিন। আজকের এই গীতা পাঠের আসরকে সফল করতে প্রায় বারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৩০০টি পুলিশ কর্মী নজরদারিতে ছিলেন, সঙ্গে ছিল মেডিক্যাল টিম, স্বেচ্ছাসেবক ও জরুরি সাড়া দলের সদস্যরা। ড্রোন ক্যামেরায় মুহূর্তে মুহূর্তে নজরদারি চালানো হয় যাতে কোনো অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে।

সকাল ৮ টায় বেদ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আজকের অনুষ্ঠান। সংঘের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—

"আজকের গীতা পাঠ শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। মানুষের অন্তরে যে অবক্ষয়, যে বিভাজন - তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সমবেত কণ্ঠ একসঙ্গে শান্তির আহ্বান জানাচ্ছে।" এরপর সকাল ন'টা নাগাদ অনুষ্ঠানের মূল অংশ শুরু হয়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ পাঠ কোন এক মহাজাগতিক ধ্বনির সঙ্গে একসঙ্গে মিশে গেল।

প্রতিটি অধ্যায় শেষে ভেসে উঠছিল করতালি, শঙ্খধ্বনি ও হরের নামস্মরণ। ভক্তদের চোখেমুখে ছিল আবেগের ছাপ— কেউ প্রার্থনায় হাতজোড় করা, কেউ চোখ বন্ধ করে ধ্যান, আবার কেউ কেউ গৃহস্থের ছোট ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে পাঠে শামিল হয়েছিলেন।

এদিনের এই পাঁচ লক্ষ কণ্ঠের ঐতিহাসিক গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু সন্তরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও এই দিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড: সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সংঠনের তরফে জানানো হয়েছে— আগামী বছর থেকে প্রতিবছরই এই সমবেত গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হবে, যাতে নতুন প্রজন্মও সান্নিধ্য পায় ভারতীয় দর্শনের এই অনন্য গ্রন্থের।

(২ পাতার পর)

বাংলা এক হলে ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে', ব্রিগেড থেকে বার্তা বাগেশ্বর ধাম সরকারের

প্ররোচনা দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন হুমায়ুনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বাগেশ্বর ধাম সরকার বলেন, 'যাঁরা এক সময় ভারতে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাঁদের নামাঙ্কিত এই দেশে কি কোনও কিছু তৈরি করা উচিত? আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা বাবরের দেশ নয় রঘুবরের দেশ।'নাম ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী, তবে জনমানসে পরিচিতি বাগেশ্বর ধাম সরকার বলে। রবিবার ব্রিগেডের গীতা পাঠের মঞ্চ থেকে হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করলেন তিনি। বার্তা দিলেন বাংলাকে একজোট করার। আবার ইঙ্গিতে তোপ দাগলেন ভরতপুরের নিলম্বিত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধেও।

এদিন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন, 'প্রদেশ যখন এক হয়, তখন দেশ তৈরি হয়। তাই বাংলার হিন্দুদের উদ্দেশে আমার বার্তা, আপনারা যখন এক হবেন তখনই ভারত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে।' লোকসভা ভোটের আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ব্রিগেডে আয়োজন করা হয়েছিল এক লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের। দু'বছর পর দোড়গোড়ায় যখন বাংলার বিধানসভা নির্বাচন, ঠিক সেই আবহেই আবার আয়োজিত হল পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। আয়োজনের দায়িত্বে সেই 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ'। অবশ্য একাংশের মতে, নেপথ্যে বিজেপির মদত রয়েছে।

সম্পাদকীয়

সন্দেহভাজন ভোটারের' সংখ্যা আরও তিনগুণ বেশি হতে পারে

নির্বাচন কমিশনের কাছে বাংলা সংক্রান্ত যে 'তথ্য' আছে, তার সঙ্গে নাকি মিলছে না রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত উঠে আসা পরিসংখ্যান। এই আবহে শনিবার বৈঠক হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং দিল্লির আধিকারিকদের। কমিশনের আশঙ্কা, এরাজ্যে 'সন্দেহভাজন ভোটারের' সংখ্যা আরও তিনগুণ বেশি হতে পারে।প্রসঙ্গত, মূলত চারটি ক্ষেত্রে একটি ফর্ম 'আনকালেক্টবল' থাকে। যদি কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত যদি কোনও ভোটারের দুই জায়গায় ভোটার কার্ড থাকে, তৃতীয়ত যদি কোনও ভোটার নিখোঁজ থাকেন এবং চতুর্থ হল যদি কোনও ভোটার পাকাপাকিভাবে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যান। এদিকে সম্প্রতি দাবি করা হয়েছিল, চলতি এসআইআর পর্বে রাজ্যের ২২০৮ বুথে কোনও মৃত ভোটার নেই বা কোনও ভোটার স্থানান্তরিত হননি। অর্থাৎ, এই বুথগুলি থেকে কোনও ফর্ম আনকালেক্টবল ছিল না। তবে সেই বুথের সংখ্যা কমে 'সিঙ্গল ডিজিটে' নেমেছে। এর আগে যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছিল, এর মধ্যে মৃত্যুহীন বুথ সবচেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সেই সেই জেলার ৭৬০টি বুথে নাকি কোনও মৃত ভোটার ছিল না। এরপর জেলা শাসকদের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চায় কমিশন। আর নতুন তালিকা অনুযায়ী, মৃত্যুহীন বুথের সংখ্যা কমেছে হু হু করে।এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সব তথ্য খুঁটিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এদিকে শুনানি পর্বে এইআরও এবং ইআরও-দের জন্য অ্যাপ আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের পরে বাংলায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে ৫৪ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম। আগামী ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। পুরো প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ২০২৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। শনিবার পর্যন্ত যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে প্রায় ৫৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে এখনও পর্যন্ত। গতকাল পর্যন্ত রাজ্যে আন-কালেক্টেবল ফর্ম ৫৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৩। এর মধ্যে মৃত ভোটার ২৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৯। স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৪। ডুপ্লিকেট ভোটার ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৯৯। এছাড়া অন্যান্য ৪৪ হাজার ৭৫১।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনত্রিশতম পর্ব)

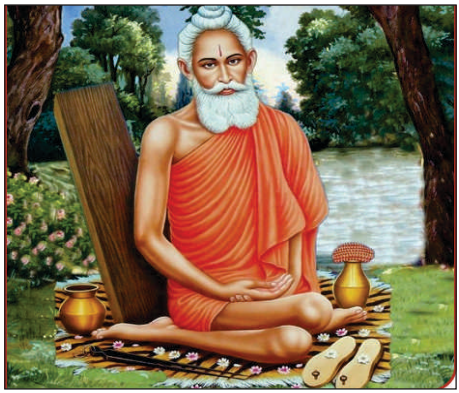

বলা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় নিউরোসাইকোলজির মাধ্যমে। এই রকম চিন্তা মাথায় আসে মস্তিস্কের কজাল অপারেটরের (causal operator) মাধ্যমে। এই কজাল অপারেটর যখন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মন পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

গীতাপাঠ শুনতে ব্রিগেডের পিছনে মাটিতে গিয়ে বসলেন শুভেন্দু

ব্রিগেডে হয়েছিল 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'। কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা নির্বাচন। সেই প্রেক্ষিতে রবিবারের আয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে অনুষ্ঠান, দুপুর ২টো পর্যন্ত চলবে গীতাপাঠ। শুরুতেই ছিল বেদপাঠ।

তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে মঞ্চ—

ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়াও বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আগত ভক্তদের অংশগ্রহণের দাবি উদ্যোক্তাদের। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মতুয়া-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজ জানান, নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। গীতাপাঠে যোগ দেবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আমন্ত্রণ গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে কোনও সাড়া মেলেনি— যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব বিজেপি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং চারিটি শুক্লবর্ণ হস্তে দর্পণ, বজ্র, শৃঙ্খল এবং ব্রহ্মমুণ্ড থাকে। সংক্ষেপে ইহাই কালচক্রের বিচিত্র মূর্তির বিবরণ। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও তাঁহার ধাতু বা প্রস্তর মূর্তি বেশি দেখা যায় না,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্রিগেডে গীতাপাঠের আসরে রাজ্যপাল আনন্দ বোস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজির রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান! রবিবার দুপুরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুধু আসাই নয়, মঞ্চে উঠে রীতিমতো মাইক্রোফোনের সামনে সংস্কৃত উচ্চারণে গীতাপাঠও করলেন।ব্রিগেডে গীতাপাঠের আসরে যোগ দিতে ভোর থেকেই কলকাতামুখী ভক্তরা। শুধু বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়, দেশ ও বিদেশ থেকেও ভক্তরা এসেছেন। সকালে শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশন-সহ আশপাশের বহু এলাকায় তাঁদের ভিড় চোখে পড়েছে। নেপাল, বাংলাদেশ থেকেও বহু হিন্দুদের সমাগম হয়েছে ব্রিগেড ময়দানে। সকলেই বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে গীতাপাঠ শুনতে এসেছেন। কেউ কেউ আসার পথে আমজনতার মধ্যে গীতা বিলি করে তাঁদের ব্রিগেডের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মত, ছাব্বিশের আগে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গেরুয়া শিবিরকে বিশেষ অক্সিজেন জোগাতে পারবে না। ভোটের লড়াই ময়দানে নেমেই করতে হবে।রামদেব-সহ একাধিক তারকা ব্যক্তিত্ব আসেননি। গীতাপাঠের আসরে তাই বঙ্গ বিজেপির নেতারাই মধ্যমণি। দীর্ঘদিন পর একসারিতে দেখা গেল শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষদের। নিজের আসন ছেড়ে মাটিতে বসে গীতাপাঠ শুনলেন শুভেন্দু অধিকারী।

ছাব্বিশের ভোটের আগে হিন্দুত্ব অস্ত্রে শান দিতে ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার ব্রিগেডে গীতাপাঠের আয়োজন করে সংঘ ঘনিষ্ঠ সংগঠন সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। তবে রবিবার ব্রিগেডের ভিড়ে স্পষ্ট, ৫ লক্ষ জনসমাগম হয়নি। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বেলডাঙা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মহারাজ প্রদীপ্তানন্দ অর্থাৎ কার্তিক মহারাজ। সভাপতিত্ব করেন মহামণ্ডলের সদস্য জ্ঞানানন্দজি মহারাজ। আরতির পর সকাল সাড়ে ১০ নাগাদ শুরু হয় বেদ ও গীতাপাঠ। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে। এরপর মঞ্চে উপস্থিত আয়োজক ও বিশিষ্ট সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও।

রংপুরে গলা কেটে খুন সস্ত্রীক প্রবীণ হিন্দু শিক্ষককে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের রংপুরে গলা কেটে খুন সস্ত্রীক প্রবীণ হিন্দু শিক্ষককে। গলা কেটে খুন করার অভিযোগ জামায়াত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। নৃশংস এই খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।সূত্রের খবর, যোগেশচন্দ্র রায় ছিলেন রহিমাপুর নয়াহাট মুক্তিযোদ্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বাড়িতে দুজনই থাকতেন। তাঁদের দুই ছেলে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কাজ করেন। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা হাজির হয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তার কারণ এখনো জানা যায়নি। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, দুজনকেই মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা চেষ্টা

এরপর ৬ পাতায়

বর্তমানে ৩০ হাজার টাকা পেনশন পেলে অষ্টম পে কমিশনে কততে পৌঁছবে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছর শেষের পথে। আসছে ২০২৬ সাল। আর নতুন বছরেই পোয়া বারো হবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। আগামী বছরই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য অষ্টম বেতন কমিশন লাগু হচ্ছে। এদিকে সম্প্রতি সমস্ত রকম সংশয় দূর করে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী জানিয়েছেন যে, নয়া পে কমিশন বেতন বা ভাতার , পাশাপাশি পেনশন সংক্রান্ত বিষয়েও তাদের সুপারিশ পেশ করবে। পাশাপাশি ট্রাভেল এলাউন্স বা পরিবহন ভাতার মতো নির্দিষ্ট ভাতাগুলি সাধারণত আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এসব অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের কয়েক মাসের মধ্যে তা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা ডিএর হার। বর্তমানে ৫৮% হারে

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হুমায়ুন কবীর 'পাল্টি' খেলেন, বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহরমপুর: বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর 'পাল্টি' খেলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রবিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরোপুরি 'পাল্টি' খেলেন হুমায়ুন। জানিয়ে দিলেন বিধায়ক পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন না। হুমায়ুনের দাবি, ভরতপুরের মানুষ তাঁকে বিধায়ক হিসেবে চান।

হুমায়ুন কবীরও বাবরি মসজিদের নামে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করছেন। দলকে কলুষিত করার চেষ্টা করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র নিন্দা করছে। রবিবার সাংবাদিকদের হুমায়ুন কবীর জানান, তিনি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন. ৩০ কিলোমিটার পথ অবরুদ্ধ হবে ।শনিবার ৪৫ কিলোমিটার পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কত মানুষ বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এসেছে তার পরিসংখ্যান সঠিকভাবে না বললেও হুমায়ুন কবীর বলেন, বিশাল জমি, আশেপাশে বাড়ির ছাদ সব মানুষে ভরে গিয়েছিল। আর বহু মানুষকে নাকাশিপাড়ায় পুলিশ আটকে দিয়েছিল। সেই মানুষ যদি সভাস্থলে আসতো তাহলে আরো ভয়ংকর অবরুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হত।আর তখন যে কি হত তা আল্লাহ জানেন, আর প্রশাসন জানত।তারাই বারণ করেছেন ইস্তফা দিতে। সেই জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তিনি ইস্তফার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছেন। ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করে হুমায়ুনের ঘোষণা মুর্শিদাবাদে আগামী দিন লক্ষ কণ্ঠে কোরান পাঠ হবে।তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বহরমপুরে সমাবেশের দিন তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।তখন তিনি জানিয়েছিলেন, দলের বিভিন্ন পদ থেকে এবং বিধায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। সোমবার বিধানসভায় গিয়ে স্পিকারের কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন।

কিন্তু শনিবার বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর ১৮০ ডিগ্রি 'পাল্টি' খেলেন হুমায়ুন কবীর। এতদিন বলেছিলেন বিধায়ক পদ তিনি ছেড়ে আলাদা দল ঘোষণা করবেন। কিন্তু রবিবার বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর এলাকা ঘুরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন জানিয়ে দেন, ভরতপুরের মানুষ তাঁকে বিধায়ক পদে থাকবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই তিনি মানুষের স্বার্থে বিধায়ক পদ না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের তরফে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসরকে চ্যালেঞ্জ করে হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন ২৬ এর আগে মুর্শিদাবাদে লক্ষ কণ্ঠে কোরান পাঠের অনুষ্ঠান তিনি করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, গীতা আমাদের হৃদয়ে আছে। আমাদের আদর্শ গীতা ।গীতাপাঠের বিরোধী আমরা নই ।গীতাকে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে আমরা তাদের বিরোধিতা করছি।

(৫ পাতার পর)

রংপুরে গলা কেটে খুন সস্ত্রীক প্রবীণ হিন্দু শিক্ষককে

চলছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।জানা গিয়েছে, রংপুরের তারাগঞ্জের কুর্শা ইউনিয়নের খিয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ প্রধান শিক্ষক যোগেশচন্দ্র রায় (৭৫)।তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও পরিচিত। শনিবার গভীর রাতে তাঁদের বাড়িতে হানা দেয় জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। প্রবীণ শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়ের ওপর হামলা চালায় তারা। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। রবিবার সকাল থেকে কারও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের এক প্রতিবেশী মই দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকেই ডায়নিং রুমে গলা কাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় যোগেশ চন্দ্র রায়কে। রান্নাঘরে গলা কাটা অবস্থায় পড়েছিলেন বছর ৬০-র সুবর্ণা রায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের বিষয়টি জানানো হয়।

(৫ পাতার পর)

বর্তমানে ৩০ হাজার টাকা পেনশন পেলে অষ্টম পে কমিশনে কততে পৌঁছবে?

ডিএ পাচ্ছেন সরকারি কর্মীরা। যদি অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময় এটি ১২% বৃদ্ধি পায় তাহলে ডিএ ৭০% এ পৌঁছে যাবে। যেহেতুডিএও শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয় এখনও বিবেচনা করা হয়নি।ফলত অষ্টম বেতন কমিশন থেকে পেনশন সংশোধন অপসারণ করা হয়েছে কিনা এই নয় যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান হয়েছে।

আপাতত দেশের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা নয়া পে কমিশনের আসার অপেক্ষায়। রিপোর্ট বলছে, নয়া বেতন কমিশনের ফলে দেশের প্রায় ৪৯ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার উপকৃত হতে চলেছেন। ২০২৬ সালের জানুয়ারী থেকেই নয়া কমিশন বাস্তবায়ন হবে। প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর একটি করে পে কমিশন গঠন হয়। ইতিমধ্যেই নয়া পে কমিশনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

জানিয়ে রাখি, অষ্টম পে কমিশনে নতুন ফর্মুলায় ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে রিভাইজড স্যালারি হবে বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। এর আগে সপ্তম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। অষ্টম বেতন কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নির্ধারণ করতে কিছুটা সময় লাগবে এখনও।

কোটাক ইনস্টিটিউশনাল ইক্যুইটিজ এবং অ্যাম্বিট ক্যাপিটালের অনুমান বলছে, এবার ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ১.৮ থেকে ২.৪৬ এর মধ্যে হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, যদি অষ্টম বেতন কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.০ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে বেতন এবং পেনশন কত বৃদ্ধি পাবে জেনে নিন।

ধরে নেওয়া যাক, যদি কেউ ৩৫,০০০ টাকা বেসিক বেতন পান এবং নতুন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.১১ হয়, তাহলে তার নতুন মূল বেতন হবে ৭৩,৮৫০ টাকা। বেসিক পে নির্ধারণের পর এইচআরএ-এর (HRA) মতো আরও ভাতা যুক্ত হবে। যার ফলে মূল বেতন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে কোনও কর্মীর মূল বেতন ৫০,০০০ টাকা হয়ে থাকলে অষ্টম বেতন কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.০ সুপারিশ করলে, নতুন মূল বেতন ৫০,০০০ × ২.০ = ১,০০,০০০ টাকা, দ্বিগুন হয়ে যাবে। পেনশনভোগীদেরও শিকে ছিঁড়বে। কোনও পেনশনভোগী ৩০,০০০ টাকা পেনশন গ্রহণ করলে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.০ হলে, একজন পেনশনভোগীর মূল পেনশনও প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়ে ৬০,০০০ টাকা হয়ে যাবে।

সিনেমার খবর

অনুমতি ছাড়াই ছবি-ভিডিও ব্যবহার, আদালতে সুরক্ষা চাইলেন শিল্পা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হরহামেশাই তারকাদের ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিও ব্যবহার করেন অনেকে। এ ক্ষেত্রে অনুমতির যে ব্যাপারটা আছে সেটা বোধহয় অনেকেই এড়িয়ে যান। এবার বিষয়টিতে আইনি পথে হাঁটলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। গেলেন মুম্বাই হাইকোর্টে।

অভিনেত্রীর অভিযোগ, বেশ কিছু সংস্থা তার অনুমতি না নিয়ে ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করছে। অসংখ্য অজানা ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পার বিভিন্ন ছবি। যা ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তার কাছ থেকে কোনোরকম অনুমতি নেয়নি। এসব ছবি ব্যবহার করে চলছিল সেইসব সংস্থার পণ্যের বিজ্ঞাপন।

শিল্পার আইনজীবী জানিয়েছেন, তার মক্কেল অর্থাৎ শিল্পা বহু বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন। সেক্ষেত্রে তার সুনাম, মর্যাদা ও পরিচিতিকে ব্যবহার করে কেউ বাণিজ্যিকভাবে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করলে আইনি পথে হাঁটবেন অভিনেত্রী। একইসঙ্গে মুম্বাই হাইকোর্টের কাছে তার আবেদন, শিল্পার পরিচিতিকে যেন সুরক্ষা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, শিল্পা ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। আর্থিক জালিয়াতি থেকে শুরু বিদেশের মাটিতে জন্মদিন পালন করতে গিয়ে সেখানকার নাগরিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। এ ছাড়া পর্নকাণ্ডে জড়িয়েছে এই তারকা দম্পতির নাম।

কন্যাসন্তানের নাম প্রকাশ্যে আনলেন কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছরের জুলাইয়ে কন্যাসন্তানের মা হন কিয়ারা আদভানি, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। জন্মের পর থেকেই অনুরাগীরা জানতে চাচ্ছিলেন, তাদের কন্যার নাম কী রাখা হয়েছে। কিছু অনুরাগীর প্রস্তাব ছিল, সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার নাম মিশিয়ে 'সিয়ারা' রাখা হোক।

অবশেষে শুক্রবার সকালে কিয়ারার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একরত্তির পায়ের ছবি শেয়ার করে জানানো হয়, তাদের কন্যার নাম রাখা হয়েছে সারায়াহ মালহোত্রা।

কিয়ারার লেখা: "আমাদের প্রার্থনা থেকে আমাদের কোলে এসেছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ—আমাদের রাজকন্যা।"

সারায়াহ নামের অর্থ নিয়ে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। তবে হিব্রু ভাষায় 'সারাহ' মানে রাজকন্যা, তাই অনুরাগীরা অনুমান করছেন এখান থেকেই নামটি এসেছে।

তারা কন্যার মুখ প্রকাশ্যে আনেননি, তবে নতুন রাজকন্যার আগমন ভক্তদের আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, 'শেরশাহ' ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার প্রেমের শুরু। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। চলতি বছরের মে মাসে মেট গালায় একসাথে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা, এরপর বেশ কিছু সময় ক্যামেরার সামনে দেখা যায়নি।

বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ হলেই আমরা চমকে দেব: রুক্মিণী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে আছেন টলিউড সুপারস্টার দেব ও অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। এই জুটির পরিণয় দেখতে মুখিয়ে ভক্ত-অনুরাগী থেকে পুরো ইন্ডাস্ট্রি। আর তাইতো যেকোনো অনুষ্ঠানে বিয়ে-সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হন এই তারকাযুগল।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এক অনুরাগীর করা বিয়ের প্রশ্নে বেশ মজার ছলেই জবাব দেন রুক্মিণী। তিনি বলেন, যেদিন আমাদের সবাই এই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেবে, সেদিন আমরা হঠাৎ করেই সকলকে চমকে দেব। সবাই তখন খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, এক সাক্ষাৎকারে দেবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কি টলিউডের সালমান খান? অর্থাৎ ভাইজানের মতো তিনিও কি আজীবন ব্যাচেলর জীবন কাটানোর পরিকল্পনা করছেন?

জবাবে দেব বলেন, আমি কোনো খান হতে চাই না। দেব হয়েই বেশ ভালো আছি। যেখানে আছি, যার সঙ্গে আছি, বেশ ভালোই আছি। তবে এর মানে এই নয় যে, আমি আজীবন ব্যাচেলর লাইফ লিড করব। বিয়ে সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আমি যে বিয়ে করতে চাই না, এমনটা নয়। অবশ্যই করব। বর্তমানে এ নিয়ে একটি গোপন পরিকল্পনা চলছে, খুব শিগগির সবাই সেই বিষয়ে জানতে পারবে।

নারী আইপিএল নিলামে কোটি টাকার বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৩ সালে শুরু হওয়া মেয়েদের আইপিএল বা ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) প্রথম মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে লিগটির চতুর্থ আসর। এই আসরের জন্য পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৬৭ ক্রিকেটারকে দলে নিতে ব্যয় করেছে ৪০.৮ কোটি রুপি। কোটিপতি হয়েছেন বিভিন্ন দেশের মোট ১১ ক্রিকেটার।

এর আগে ডব্লিউপিএলে সর্বোচ্চ দামে দল পাওয়ার রেকর্ড ছিল ভারতের ব্যাটার স্মৃতি মান্দানার—৩.৪০ কোটি রুপি। এরপর ৩.২০ কোটি রুপিতে বিক্রি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনার এবং ইংল্যান্ডের ন্যাট-শাইভার ব্রান্ট। চলতি আসরেও তিনজনকে ৩.৫০ কোটি রুপিতে ধরে রেখেছে তাদের পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। ফলে স্মৃতি খেলবেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গার্ডনার গুজরাট জায়ান্টস এবং ন্যাট-শাইভার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে।

এবারের নিলামে সর্বোচ্চ ৩.২০ কোটি রুপিতে দল পেয়েছেন ভারতের স্পিন অলরাউন্ডার দিপ্তী শর্মা। ডব্লিউপিএলের ইতিহাসে এটি নিলামে দল পাওয়া ক্রিকেটারদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্য। রাইট টু ম্যাচ পদ্ধতিতে তাকে আবারও দলে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স।

এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া কেরকে ৩ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। একই দল শিখা পান্ডেকে কিনেছে ২.৪০ কোটি রুপিতে।

মেগা নিলামে কোটিপতি হওয়া ক্রিকেটাররা (রুপি অনুযায়ী):

১. দিপ্তী শর্মা, উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স – ৩.২০ কোটি

২. অ্যামেলিয়া কের, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স – ৩ কোটি

৩. শিখা পান্ডে, উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স – ২.৪০ কোটি

৪. সোফি ডিভাইন, গুজরাট জায়ান্টস – ২ কোটি

৫. মেগ ল্যানিং, উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স – ১.৯০ কোটি

৬. শ্রী চরণী, দিল্লি ক্যাপিটালস – ১.৩০ কোটি

৭. চিনেল হেনরি, দিল্লি ক্যাপিটালস – ১.৩০ কোটি

৮. ফোবে লিচফিল্ড, উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স – ১.৩০ কোটি

৯. লরা উলভার্ট, দিল্লি ক্যাপিটালস – ১.১০ কোটি

১০. আশা সোবহানা, উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স – ১.১০ কোটি

১১. জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম, গুজরাট জায়ান্টস – ১ কোটি

নারী আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বড় চমক অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলির দল না পাওয়া। বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আছে যে, এবার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ব্যাটার নয়, অলরাউন্ডারদের প্রতিই বেশি ঝুঁকেছে। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের হিদার নাইট, অ্যামি জোনসও দল পাননি।

বাংলাদেশ থেকে নিলামে উঠেছিলেন দুই ক্রিকেটার। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পেসার মারুফা আক্তারও অবিক্রিত থেকে গেছেন।

৮ বছর পর জিম্বাবুয়েতে খেলবে অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ের টেস্ট খরা এখনই কাটছে না। কিন্তু দুই দেশ ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ সামনে রেখে আগামী বছর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে টেস্ট ও ওয়ানডে খেলতে যাওয়ার আগে জিম্বাবুয়েতে যাবে অস্ট্রেলিয়া। শিগগিরই এই সিরিজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে যাচ্ছে।

জানা গেছে, জিম্বাবুয়ে এই সিরিজের সঙ্গে একটি টেস্ট যুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ এর মাঝামাঝি সময় থেকে ২০২৭ সালের অ্যাশেজ সিরিজ পর্যন্ত অন্তত ১৯ টেস্ট খেলার চাপ থাকায় অস্ট্রেলিয়া অপারগতা জানায়।

জিম্বাবুয়ে ও অস্ট্রেলিয়া কেবল তিনটি টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে। শেষ দুটি ম্যাচ হয়েছিল ২০০৩ সালের অক্টোবরে। সংক্ষিপ্ত সফরে ম্যাথু হেইডেন প্রথম টেস্টে ৩৮০ রানের বিশ্ব রেকর্ড গড়েন।

জিম্বাবুয়েতে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলেছিল একবার। ১৯৯৯ সালে স্টিভ ওয়াহর নেতৃত্বে সেই ম্যাচ ১০ উইকেটে জিতেছিল অজিরা, সেটিই ছিল উইকেটকিপার ইয়ান হিলির শেষ ম্যাচ।

আট বছর পর অস্ট্রেলিয়া জিম্বাবুয়েতে সিরিজ খেলবে। সবশেষ ২০১৮ সালে পাকিস্তানকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল তারা। আর শেষবার জিম্বাবুয়েতে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে ম্যাচ হয়েছিল ২০১৪ সালে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ ড্র বয়কট ইরানের, নেপথ্যে যা..

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরান আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল ড্রয়ে অংশ নেবে না। যুক্তরাষ্ট্র ইরানির একটি প্রতিনিধিদলের কয়েকজন সদস্যকে ভিসা না দেওয়ায় দেশের ফুটবল ফেডারেশন শুক্রবার এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলেন, "আমরা ফিফাকে জানিয়েছি, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানের প্রতিনিধি দল বিশ্বকাপ ড্রয়ে অংশগ্রহণ করবে না।"

ইরানি স্পোর্টস ওয়েবসাইট ভার্জেশ ৩ জানিয়েছে, ভিসা বাতিল করা হয় ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজসহ কয়েকজনের। বৃহস্পতিবার তাজ এ সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক হিসেবে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, "আমরা ফিফার প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে জানিয়েছি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান। ফিফাকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে এই আচরণ থামাতে বলতেই হবে।"

ভার্জেশ ৩ অনুযায়ী, ড্রয়ে অংশ নেওয়ার জন্য চারজনকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন কোচ আমির গালেনোয়েই।

ইরান মার্চে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে, যা তাদের চতুর্থ ধারাবাহিক ও সপ্তম মোট অংশগ্রহণ। যদিও ইরান এখনও নকআউট পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি, তবে ১৯৯৮ সালের ফাইনালে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ২-১ হারিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র এবার কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে, এবং ইরান দীর্ঘ চার দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা রেখেছে। এ সময় তারা পারমাণবিক বিষয়ক আলোচনা চালাচ্ছিল, যা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল। তবে জুনে ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রও এতে যুক্ত হয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR